ফসল ওঠার আগে দারিদ্র্য বাড়ে

বিআইডিএস গণবক্তৃতা

মৌসুমি দারিদ্র্যের সময় মানুষকে ঋণ বা ভর্তুকি দিলে ভালো ফল পাওয়া যায় বলে গবেষণায় দেখা গেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের অনেক অঞ্চলেই মৌসুমি দারিদ্র্য আছে। একেক অঞ্চলে একেক কারণে এই দারিদ্র্য দেখা যায়, তবে সামগ্রিকভাবে মৌসুমি দারিদ্র্যপ্রবণ অঞ্চলের মানুষেরা অভিবাসন করেন। অভিবাসনের ক্ষেত্রে কেবল অর্থনৈতিক কারণ কাজ করে না, অন্যান্য কারণও থাকে। মানুষ নিজ গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে কাজ করতে যাবে নাকি ঢাকা বা অন্যান্য বড় শহরে কাজ করতে যাবে, তা নির্ভর করে অন্যান্য কারণের ওপর।

গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত গণবক্তৃতায় এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানের বক্তা যুক্তরাজ্যের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ মুশফিক মোবারক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থার মহাপরিচালক বিনায়ক সেন।

অনুষ্ঠানে *সিজনাল পভার্টি, ক্রেডিট অ্যান্ড রেমিট্যান্স বা* মৌসুমি দারিদ্র্য, ঋণ ও প্রবাসী আয় শীর্ষক উপস্থাপনা দেন মুশফিক মোবারক। তিনি বলেন, দেশে এখন আর আগের মতো বড় পরিসরে মঙ্গা হয় না, তবে কিছু কিছু সময় দারিদ্র্যের হার বেড়ে যায়। বিশেষ করে নতুন ফসল ওঠার আগমুহূর্তে। এ সময় মানুষ যদি জানতে পারে, কোথায় গেলে ভালো মজুরির কাজ পাওয়া যাবে এবং সেখানে যাওয়ার মতো নগদ অর্থ তাঁদের হাতে থাকে, তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

মৌসুমি দারিদ্র্যের সময় মানুষকে ঋণ বা ভর্তুকি দিলে ভালো ফল পাওয়া যায় বলে গবেষণায় দেখা গেছে। সেই টাকা তাদের অভিবাসনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহী করে। এই মডেলে কাজ হয়েছে বলে জানান মুশফিক মোবারক।

তবে সব মডেল সব ক্ষেত্রে একইভাবে কাজ করে না বলে মত দেন মুশফিক মোবারক। স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সে জন্য কোথায় কী কাজ করবে, তা ঠিক করতে আগে সেখানকার বাজার ব্যবস্থা বুঝতে হবে। বাংলাদেশের অভিবাসনের এই মডেল নেপালে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, সেখানে এর কার্যকারিতা নেই।

১৯৮৮ সালে দেশের হাওরাঞ্চলের মহাজনি কারবার নিয়ে কাজ করেছেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন। তিনি বলেন, দাদন বা ভবিষ্যৎ ক্রয়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্তের বড় একটি অংশ ব্যবসায়ীরা কিনে নিতেন। অর্থাৎ বাজার নিজেই এক ধরনের উদ্ভাবনী সমাধান বের করে নিয়েছিল। মৌসুমি দারিদ্র্য নিয়ে মুশফিক মোবারকের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, মনে হচ্ছে, এ ধরনের উদ্ভাবনী সমাধান ভূমিহীন মানুষের জন্য বেশি প্রযোজ্য, যারা দাদনের মতো ব্যবস্থায় ঢুকতে পারে না।

মানুষকে অভিবাসনে উৎসাহী করার কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণদাতাদের ভূমিকা নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুশফিক মোবারক বলেন, 'এনজিও বা ক্ষুদ্র ঋণদাতাদের মনোভঙ্গি ঠিক আমাদের মতো নয়। তারা সফলতা পরিমাপ করে কত মানুষকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার সংখ্যা দিয়ে; মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন এল তা দিয়ে নয়। ফলে যেসব মানুষ সাধারণত অভিবাসন করে, এনজিওগুলো তাঁদেরও ঋণ দেয়। এতে কিন্তু ওই মানুষদের জীবনে পরিবর্তন আসছে না।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক মাহবুব উল্লাহ। বক্তার প্রতি তাঁর প্রশ্ন, দেশের সব অঞ্চলে তো দারিদ্র্যের হার এক নয়, ফলে এই ঋণ/ভর্তুকি দিয়ে অভিবাসনে উৎসাহী করার নীতি কি সবখানে প্রযোজ্য হবে।

উত্তরে মুশফিক মোবারক বলেন, 'আমরা যে ৮০০ টাকা ঋণ বা ভর্তুকি দিয়েছি, তা তেমন কিছুই নয়। তবে যারা টাকা নিয়েছেন, তাঁরা সবাই অভিবাসন করেছেন। এতে তাঁদের খাদ্য গ্রহণের হার অনেকটা বেড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিন বছর পরে আমরা টাকা না দিলেও সেই ব্যক্তি ঠিকই অভিবাসন করছেন।' তিনি আরও বলেন, এ বিষয় সবার এত বোধগম্য হলেও মানুষ কেন নিজে থেকে অভিবাসন করে না। উত্তর তিনি নিজেই দেন এভাবে—ধরা যাক, ১০০ মানুষকে বলা হলো, ৮০০ টাকার টিকিট কিনলে ৬ হাজার টাকা পাওয়া যাবে; তবে সবাই নয়, ৮০ জন পাবেন। তখন যাদের কিছুটা সম্বল আছে, তাঁরা হয়তো ঋণ নিয়েও সেই লটারি ধরবেন। কিন্তু বাকি ২০ জন হয়তো চিন্তা করবেন, লটারি পাওয়া না গেলে আম ও ছালা সবই গেল, বিশেষ করে যারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে নাক ভাসিয়ে থাকেন। অর্থাৎ এই ৮০০ টাকা হারালে তিনি আবার দরিদ্র হয়ে যাবেন, অভিবাসনের বিষয়টি অনেকটা সেরকম।

মুশফিক মোবারকের মত, দারিদ্র্যের মাত্রা এ ক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক জিওফ উডসহ বিআইডিএস ও অন্যান্য বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা অংশ নেন।

আহমেদ মুশফিক মোবারকের এই গণ-বক্তৃতা বিআইডিএসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়ার পাশপাশি ভার্চুয়াল মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।